দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 20 AUG 2009 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৪ ...

কওমী মাদরাসা : ঐতিহ্য ও অবদান

মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহিম

ইসলামী শিক্ষাকেন্দ্র। জনগণের সাহায্য-সহযোগিতায় মুসলমান জনগণের সন্তান-সন্ততিদের ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে তোলার জন্য প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত শিক্ষাকেন্দ্রই হলো কওমী মাদরাসা।

কওমী মাদরাসার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

১৮৫৭ সালে স্বাধীনতা সংগ্রাম ও বিপ্লব ব্যর্থ হবার পর ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলমানদের পুনরায় সংগঠিত করা, তাদের ঈমান-আকীদার হেফাজত, তাদের দ্বীনি শিক্ষায় শিক্ষিত করার নিমিত্তে ১৮৬৬ সালে তদানীন্তন অখণ্ড ভারতের উত্তর প্রদেশের সাহারানপুর জেলার দেওবন্দে হুজ্জাতুল ইসলাম মাওলানা মুহাম্মদ কাসেম নানুতুবী (রহ.)-এর নেতৃত্বে দারুল উলুম দেওবন্দ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এটি ছিল একটি দ্বীনি শিক্ষার আন্দোলন। সাহারানপুর, মুরাদবাদ, থানাবুনসহ তদানীন্তন অখণ্ড ভারতের বিভিন্ন এলাকায় বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে তার ইন্তেকাল হয়। অত:পর তার স্থালাভিষিক্ত হন তারই প্রিয় সাগরিদ শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদ হাসান (রহ.)। শায়খুল হিন্দ (রহ.) ও তার সাগরিকদগণের নেতৃত্বে গোটা উপমহাদেশব্যাপী অসংখ্য দ্বীনি মাদরাসা গড়ে উঠে। মুসলমানদের যাহেরী বাতেনী উৎকর্ষ সাধন, পরাধীনতার নাগপাশ থেকে ভারতবর্ষকে স্বাধীন করা এবং বিশ্বব্যাপী ইসলামকে বিজয়ী করার জন্য দেওবন্দকেন্দ্রিক আলেম সমাজ বিগত প্রায় দেড়শ' বছর ধরে চেষ্টা চালিয়ে আসছেন। এ আলেম সমাজের চিন্তা-চেতনার অগ্রপথিক হযরত মুজাদ্দিদে আলফেসানী শায়খ আহমদ সরহিন্দী (রহ.) ও ইমামুল হিন্দ হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ্ মুহাদ্দিছ দেহলভী (রহ.)।

বাংলাদেশে কওমী মাদরাসা আন্দোলন

বাংলাদেশে দারুল উলুম দেওবন্দকেন্দ্রিক ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কার আন্দোলন শুরু হয় আনুমানিক ১৮৮০ খৃষ্টাব্দ থেকে। হুজ্জাতুল ইসলাম মাওলানা কাসেম নানুতুবী (রহ.)-এর প্রত্যক্ষ সাগরিদ এবং হযরত মাওলানা ফজলে রহমান গঞ্জেমুরাদবাদী (রহ.) ও হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ, মুহাজিরে মক্কী (রহ.)-এর বিশিষ্ট খলিফা হযরত মাওলানা আবদুল ওয়াহেদ বাঙ্গালী (রহ.) বাংলাদেশে দেওবন্দকেন্দ্রিক ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কার আন্দোলন শুরু করেন। তিনি ও তার সহযোগী হযরত শায়খুল ইসলাম মাওলানা হাবিবুল্লাহ (রহ.) হযরত মাওলানা সূফী আজিজুর রহমান (রহ.) ও হযরত মাওলানা আবদুল হামিদ (রহ.) প্রমুখ এক্ষেত্রে বিরাট অবদান রাখেন। ১৮৮০ থেকে ১৯০০ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন এলাকায় ছোট কওমী মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। অতঃপর একটি কেন্দ্রীয় মাদরাসা হিসেবে বর্তমান [illegible]

মাওলানা মাহমুদ হাসান দেওবন্দী (রহ.)-এর বিশিষ্ট সাগরিদ ও খলিফা হযরত মাওলানা হুসাইন আহমদ সন্দ্বিপী (রহ.)।

বর্তমানে কওমী মাদরাসার সংখ্যা

বর্তমানে বাংলাদেশে প্রায় ১২ হাজার কওমী মাদরাসা রয়েছে। তাছাড়াও রয়েছে অসংখ্য মসজিদকেন্দ্রিক মক্তব। মক্তবসহ কওমী মাদরাসার ছাত্র সংখ্যা প্রায় ১ কোটি। কওমী মাদরাসায় শিক্ষা লাভকারী প্রায় ২০ লাখ আলেম, হাফেজ, ক্বারী, মুহাদ্দিস, মুফতী, ইমাম, মুয়াজ্জিন, দায়ী দ্বীনি খেদমতে নিয়োজিত আছেন। প্রতি বছর অন্তত ৫ হাজার নতুন আলেম, হাফেজ, ক্বারী, মুফতী বের হচ্ছেন এবং তারা দ্বীনের খেদমতে নিয়োজিত হচ্ছেন।

কওমী মাদরাসায় শিক্ষালাভকারী আলেমগণ

বাংলাদেশ ছাড়াও পৃথিবীর বহু দেশে শিক্ষকতা, মসজিদের ইমামতি, ধর্ম প্রচারক হিসেবে নিয়োজিত আছেন। কওমী মাদরাসার শিক্ষালাভকারী আলেমগণের চাহিদা বিশ্বব্যাপী।

কওমী মাদরাসার শিক্ষাব্যবস্থা

কওমী মাদরাসার শিক্ষাব্যবস্থা ঐতিহাসিক দরসে নেজামীর আধুনিক রূপভিত্তিক। এ শিক্ষাব্যবস্থা ও পাঠ্যক্রম কয়েকশত বছর ধরে উপমহাদেশে প্রচলিত আছে। বিজ্ঞ আলেমে দ্বীন তৈরি করার জন্য এ নেছাব পরীক্ষিত। বাংলাদেশের সরকারী ও কওমী উভয় পদ্ধতির মূল নেছাব দরসে নেজামীভিত্তিক। দারুল উলুম দেওবন্দ, মোজাহেরুল উলুম সাহারানপুর, মাদরাসা-ই-আলিয়া কলকাতা ও ঢাকায় যুগ যুগ ধরে দরসে নেজামীর পাঠ্য নেছাবভুক্ত ছিল। কওমী মাদরাসায় এ নেছাব পূর্ণাঙ্গভাবে এবং আলিয়া মাদরাসায় আংশিকভাবে এখনো পাঠ্যভুক্ত আছে। কামিল (টাইটেল) হাদিস, তাফসীর, ফেক্বাহ, আদব এ চার বিভাগও নেছাব পাঠ্য তালিকাভুক্ত। কওমী মাদরাসায় 'মিজান' থেকে 'মিশকাত', জালালাইন পর্যন্ত পূর্ণাঙ্গভাবে, আলিয়া মাদরাসা দাখিল থেকে ফাযিল পর্যন্ত নেছাবের প্রধান প্রধান আরবী পাঠ্য কিতাবগুলো দরসে নেজামীভিত্তিক।

আলিয়া মাদরাসার পাঠ্য তালিকায় আরবী গ্রন্থাদি কমিয়ে ফাযিল পর্যন্ত বাংলা, অংক, ইংরেজী, বিজ্ঞান ও ইতিহাস অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কওমী মাদরাসায় অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত বাংলা, অংক, ইংরেজী ইত্যাদি বিষয় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। উচ্চ মাধ্যমিক থেকে দাওরায় হাদিস ও তাবাক্কুস (সম্মান) আরবী [illegible]

বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের সিনিয়র এডভোকেট এএফএম আবদুল জলিল "দেওবন্দ আন্দোলন : একটি জিহাদ" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, জনৈক বৃটিশ গোয়েন্দা একবার ছদ্মবেশে দেওবন্দ মাদরাসায় আগমন করেন। তিনি মাদরাসার ক্লাস রুমে ঢুকে শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদ হাসান (রহ.)-এর ক্লাসের বক্তব্য শুনেন। অতঃপর মন্তব্য করেন যে, বৃটিশ সরকার কোটি কোটি টাকা খরচ করে বিশ্ববিদ্যালয় কায়েম করে যে শিক্ষা দিচ্ছেন, চাটাইতে বসে মাওলানা মাহমুদ হাসানের দেয়া ক্লাসের মান তার চেয়ে উঁচু। খুব অল্প খরচে দেওবন্দ মাদরাসা অনেক উচ্চ শিক্ষা দেয়ার ক্ষেত্রে সফল হচ্ছে।

বৃটিশ আমলে কওমী মাদরাসায় শিক্ষিত আলেমগণের মূল্যায়ন

দারুল উলুম দেওবন্দ, মোজাহেরুল উলুম সাহারানপুর, দারুল উলুম মুঈনুল ইসলাম হাটহাজারী প্রভৃতি বিখ্যাত কওমী মাদরাসা বৃটিশ আমলেই প্রতিষ্ঠিত হয়। বৃটিশ শাসকরা কওমী মাদরাসাসমূহের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ হওয়া সত্ত্বেও কওমী মাদরাসাসমূহ থেকে শিক্ষা লাভকারী আলেমগণকে বিজ্ঞ আলেমে দ্বীন হিসেবে মূল্যায়ন করতেন। বৃটিশ সরকার পৃষ্ঠপোষকতায় প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত মাদরারায়-ই-আলিয়া কলকাতা ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে কওমী মাদরাসায় শিক্ষালাভকারী বিজ্ঞ আলেমগণকে মুহাদ্দিছ ও মুদাররিছ হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়। বৃটিশ আমলেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামিয়াত বিভাগের অধ্যাপক হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয় কওমী মাদরাসায় উত্তীর্ণ আলেমগণকে। হযরত মাওলানা ইসহাক বর্ধমানী (রহ.) হযরত মাওলানা জাফর আহমদ ওছমানী (রহ.) প্রমুখ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী ও ইসলামী শিক্ষা বিভাগের অধ্যাপক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। শায়খুল হাদিস মাওলানা জাকরিয়া (রহ.)কেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার জন্য আহবান জানানো হয়।

পাকিস্তান আমল ও বাংলাদেশ আমলে শায়খুল হাদিস মাওলানা আজিজুল হক, মাওলানা রিজাউল করিম ইসলামাবাদী (রহ.) মাওলানা কাজী মু'তাসিমবিল্লাহ্ প্রমুখ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে হাদিস শাস্ত্রের অধ্যাপক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। মাদরাসা ই-আলিয়া ঢাকা, চট্টগ্রাম দারুল উলুম আলিয়া, [illegible] শতাধিক বছর থেকে ধর্মীয় পদে নিয়োজিত আছেন। জাতীয় পর্যায়ের বিভিন্ন দায়িত্বও তাঁরা পালন করছেন। মসজিদের ইমামতি-খতিবী, মাদরাসার শিক্ষকতা, কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ধর্মীয় শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন ছাড়াও তারা মন্ত্রী, এমপি হিসেবেও কাজ করছেন। ভারতীয় লোকসভা ও রাজ্যসভার সদস্য হিসেবে বিগত ৫০-৬০ বছরে আল্লামা হিফজুর রহমান (রহ.), মাওলানা সৈয়দ হোসাইন আহমদ মাদানী (রহ.)সহ অনেক কওমী মাদরাসা পাস আলেম দায়িত্ব পালন করেছেন। পাকিস্তান জাতীয় পরিষদ ও প্রাদেশিক পরিষদে বিভিন্ন সময় অনেক আলেম সদস্য ছিলেন। মাওলানা মুফতী মাহমুদ সীমান্ত প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী, মাওলানা ফজলুর রহমান জাতীয় সংসদের বিরোধী দলীয় নেতা হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন। বরাবরই তাঁরা কৃতিত্ব ও দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। পাকিস্তান কওমী মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড বেফাকুর মাদারিসিল আরাবিয়্যাহ পাকিস্তান সরকারের কাছে স্বীকৃত। বেফাকের দাওরায়ে হাদীসের সনদকে আরবী ও ইসলামী স্টাডিজে এমএ-এর মর্যাদা দেয়া হয়।

স্বাধীনতা আন্দোলন ও রাজনৈতিক আন্দোলনে অবদান

উপমহাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন ও রাজনৈতিক আন্দোলনে কওমী মাদরাসা থেকে উত্তীর্ণ আলেমগণের রয়েছে বিরাট অবদান। উপমহাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম প্রধান নেতা ছিলেন শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদ হাসান দেওবন্দী (রহ.), আল্লামা উবায়দুল্লাহ সিন্ধী (রহ.), শায়খুল ইসলাম আল্লামা সৈয়দ হোসাইন আহমদ মাদানী (রহ.), আল্লামা শাব্বির আহমদ উসমানী (রহ.), মওলানা আবদুল হামিদ খান তাসানী (রহ.) প্রমুখ। ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট পাকিস্তানের পতাকা পশ্চিম ও পূর্ব পাকিস্তানে উত্তোলন করেছিলেন যথাক্রমে আল্লামা শাব্বির আহমদ উসমানী (রহ.) ও আল্লামা জাফর আহমদ উসমানী (রহ.)। উভয়ে কওমী মাদরাসা পাস আলেম ছিলেন।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতা, আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনৈতিক গুরু মওলানা [illegible] ও উত্তীর্ণ [illegible] হিলেন [illegible] আলেম।

সিরাজগঞ্জ [illegible] বিশুদ্ধ শিক্ষা ও হিফজ, হাদীস, তাফসীর, ফিক্বাহসহ ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের উচ্চতর শিক্ষা প্রদান এবং এতীম ও গরীব লাখ লাখ ছাত্র-ছাত্রীকে কওমী মাদরাসার পক্ষ থেকে বিনা বেতনে, ফ্রি থাকা-খাওয়া ও শিক্ষার ব্যবস্থা করে জাতির অসাধারণ খেদমত আঞ্জাম দিয়ে আসছেন। কওমী মাদরাসার শিক্ষা ও সনদ নিয়ে তারা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেছেন। আলিয়া মাদরাসার অধ্যক্ষ ও মুহাদ্দিস হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। জাতীয় মসজিদের খতীব ও ইমাম হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। মন্ত্রী, এমপি, এমএনএ, সংসদের হুইপ হিসেবেও তারা দায়িত্ব পালন করেছেন।

কওমী মাদরাসায় আলেমগণ ধর্মীয় ও দাওয়াতী সফর উপলক্ষে মধ্যপ্রাচ্যসহ মুসলিম দেশগুলোতে ব্যাপক সফর করেছেন। স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশ সম্পর্কে মধ্যপ্রাচ্যসহ মুসলিম দেশগুলোর ধারণা স্পষ্ট ছিল না। কারো কারো ধারণা অস্পষ্ট ও মন্দ। কওমী মাদরাসার আলেমগণের ব্যাপক সফরের কারণে এ ধারণার পরিবর্তন হয়। বাংলাদেশ সম্পর্কে সকলের ধারণা উজ্জ্বল ও স্পষ্ট হয়।

মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশের সাথে বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন চুক্তি সম্পাদনে ও সম্পর্ক উন্নয়নে কওমী মাদরাসার আলেমদের উক্ত অবদান এক বিরাট সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করে। এমনকি কওমী মাদরাসার আলেমগণের আমন্ত্রণে মধ্যপ্রাচ্যের অনেক মন্ত্রী, শিল্পপতি ও ব্যবসায়ী এ দেশ সফর করেন। ফলে বাংলাদেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও শিক্ষা সম্প্রসারণে এক বিরাট উন্নতির দুয়ার খুলে যায়। কওমী মাদরাসার আলেমদের এ অবদান কখনোই অস্বীকার করার কোন উপায় নেই।

মিথ্যাচারের শিকার কওমী মাদরাসা

শতাধিক বছর ধরে কওমী মাদরাসাসমূহ অত্যন্ত নিরিবিলিভাবে ইখলাছের সাথে ও শান্তিপূর্ণভাবে ইসলামী শিক্ষা বিস্তার করে আসছে। সরকারের আর্থিক সহযোগিতা না নিয়েই তারা জনগণের সহযোগিতায় লাখ লাখ আলেম তৈরি করতে সমর্থ হয়েছেন- যারা ইসলামের বহুবিধ খেদমত করে ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন। শতাধিক বছরের ইতিহাস কওমী মাদরাসায় সন্ত্রাস, নৈরাজ্য, মারামারি, কাটাকাটি কিংবা ছোটখাটো রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হয়েছে এমন ইতিহাস নেই। কওমী মাদরাসার হলগুলোতে বিরাজ করে শান্তির নীড়। মাদরাসায় সর্বক্ষণ চলে ক্লাস অথবা তাকরার, নামায, যিকির, ইবাদাত, বন্দেগী।

অতি সম্প্রতি একটি ইসলাম-বিদ্বেষী মহল এই কওমী মাদরাসার বিরুদ্ধে মিথ্যাচারে লিপ্ত হয়েছে। ধর্মপ্রাণ জনগণ [illegible] ইসলাম-বিদ্বেষী মহলটি